



292473 - হে রমযান! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে সুপারিশ কর এমন কথা বলার হুকুম কি?

প্রশ্ন

আমাদের ইমাম রমযান মাসে কুরআন খতম করার সময় কিছু অপরিচিতি দোয়া করেন। যমেন তিনি বলেন: হে রমযান! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে সাক্ষী দাও। আমার প্রবল ধারণা হয় যে, তিনি বলছেন: আমাদের জন্য সুপারিশ করও কিংবা আমাদেরকে রাইয়ান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করও কিংবা এ ধরণে অর্থবোধক অন্য দোয়া। এ ধরণে কথা কি শরিকের পর্যায়ে পড়বে? উল্লেখ্য, আমার প্রবল ধারণা হয় কিংবা প্রায় নিশ্চিতি যে, ইমাম সাহবে জানেন যে, রমযান আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না কিংবা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে না। সুতরাং এর হুকুম কি হবে? অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকে এবং তাঁর কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করে। তবে সে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কউে তার জন্য সুপারিশ করবে না কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। এটি কি শরিক হিসেবে গণ্য হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

দুনিয়াতে কোন মৃতব্যক্তি কিংবা কোন অনুপস্থিতি ব্যক্তির কাছে শাফায়াত চাওয়া জায়যে নয়। এমন কি যদি এটি সাব্যস্ত হয় যে, সেই ব্যক্তি আখিরাতে সুপারিশকারী হবেন তবুও। তাই এভাবে বলা জায়যে নহে যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। কিংবা হে আল্লাহর ফরেশেতারা! তোমরা আমার জন্য সুপারিশ করও; অথচ ফরেশেতারা ও নবীরা কয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন। কেননা শাফায়াত চাইতে হবে এর সময়মত; যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ও উপস্থিতি থাকবেন। লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাকে বলবে: আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন; যমেনটি শাফায়াতের প্রসিদ্ধ হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখন শাফায়াত চাওয়াটা হবে অনুপস্থিতি ব্যক্তির কাছে শাফায়াত চাওয়া; যা তার কাছে চাওয়ার অনুমতি দোয়া হয়নি। তাই এটি হারাম হবে এবং গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য সত্তা)-এর কাছে প্রার্থনা করা ও দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কোন সাহাবী তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করছেন মরমে বরণতি হয়নি।



কোন মৃতব্যক্তির কাছে: ‘আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন’ কথিবা ‘আমার জন্য আপনার প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন’ বলে দোয়া করা কথিবা শাফায়াত চাওয়া কিশরিক হবো নাকি শরিকরে বাহন হবো এ ব্যাপারে মতভদে রয়েছে।

যদি সরাসরি মৃতব্যক্তিকে এভাবে বলে যো: ‘আমার বপিদ দূর করুন’ কথিবা ‘আমার প্রয়োজন পূরণ করুন’ কথিবা ‘আমাকে সাহায্য করুন’ কথিবা ‘শক্তবিদ্ধি করুন’ তাহলে এটি সর্বসম্মতকিরমে বড় শরিক।

দুই:

‘হো রমযান! আমার জন্য সুপারশি করণি’ বলা জায়যে নয়; যদিও সাব্যস্ত হয়েছে যো, কয়ামতরে দিনি রযো রযোদারদরে জন্য সুপারশি করবো। কনোনা রমযান হল মাস। মাস সুপারশি করবো না। এবং যহেতে সুপারশিকারীকে সম্বোধন করার ও তার কাছে সুপারশি চাওয়ার অনুমতি দয়ো হয়নি। এবং যহেতে এটি গায়রুল্লাহ-এর কাছে প্রার্থনা করার অন্তর্ভুক্ত। আর গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার মূলবধিান হল হারাম।

শাইখ খালদে আল-মুশাইকহি (হাফযাহুল্লাহ)-কো জিজ্ঞেসে করা হয়েছে:

আল্লাহ ব্যতীত অন্যরে কাছে শাফায়াত তলব করার হুকুম কী? এই খুদবোর্তাটির হুকুমরে ব্যাপারে আমার কাছে খটকা লাগছে: হো রমযান! হো কারীম! আমার জন্য দয়াময় প্রভুর কাছে সুপারশি করণি...”।

জবাবে তিনি বলেন: নিঃসন্দেহে এটি বদিআত। জীবতি ও সক্ষম ব্যক্তির কাছে শাফায়াত চাইতে কোন অসুবধি নাই। যমেন কটে যদি বলে: আল্লাহর কাছে সুপারশি করুন যনে আমাকে মফ করে দয়ো। অর্থাৎ আমার জন্য দোয়া করুন যাতো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দনে। এতে অসুবধি নাই।

অপর ব্যক্তি থেকে দোয়া চাওয়া আলমেদরে মধ্যে মতভদেপূরণ বমিয়। কনিতু শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া বলছেন: যদি দোয়াপ্রার্থী দোয়াকারী থেকে উপকৃত হওয়ার নয়িত করে থাকে তাহলে এটি জায়যে; ইনশাআল্লাহ এতে কোন অসুবধি নাই।

পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তিদের কাছে তারা আল্লাহর কাছে সুপারশি করার জন্য চাওয়া—এটি নিঃসন্দেহে হারাম ও নাজায়যে।

কোন কোন আলমে এটাকে বড় শরিকরে অন্তর্ভুক্ত করছেন, আর কোন কোন আলমে এটাকে ছোট শরিকরে অন্তর্ভুক্ত করছেন।

রমযানের কাছে শাফায়াত তলব করা হারাম এবং দোয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন। কনোনা রমযান সুপারশি করবো না। বরংও রমযান হল মাধ্যম; যাতো করে একজন মুসলমি রমযান মাসে তার প্রভুকো ভয় করে। এ ভয় বান্দাকে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করযিে দয়ো; যদি সো আল্লাহর নরিদশে পালন করে ও নমিধে থেকে বরিত থাকে। আল্লাহই তাওফকিদাতা। লখিক দয়ো ওয়বেসাইট থেকে সমাপ্ত:



পক্ষান্তরে, বাহ্যতঃ যা বুঝা যায় 'হে রমযান! তুমি সাক্ষী থাক' এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন চাওয়া নাই। তবে এমন কথা পরহির করাই উত্তম।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।